দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ ..... 6 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৫ ......

ওয়াদার মেয়াদ শেষ এখন সময় বাস্তবায়নের : এ এম এম বাহাউদ্দীন

দেশে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

কেবিনেটে অনুমোদন : শিক্ষা সচিব

□ স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও ইবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কার্যকর হয়নি, নীতিমালা হয়নি। বাস্তবায়ন করা হয়নি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। তাই তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, ওয়াদার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন সময় বাস্তবায়নের। আমরা আন্দোলন চাই না। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে চাই। রাজপথে লাখ লাখ লোকের সমাগম করতে চাই না। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, অবিলম্বে আমাদের মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দশ দফা দাবি মেনে নিন এবং ওয়াদা বাস্তবায়ন করুন।

মাদরাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধি সম্মেলন

অনেকে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন -শাব্বির আহমেদ মোমতাজী

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কেবিনেটে অনুমোদন হয়েছে। তবে, এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বির

পৃঃ ১২ কঃ ৬

দেশে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

১ম পৃষ্ঠার পর

আহমেদ মোমতাজী বলেছেন, দেশে মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। এ সংগঠনের নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। অনেকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন।

গতকাল (শনিবার) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উদ্যোগে মহাখালীস্থ গাউছুল আজম কমপ্লেক্সে ঢাকা জেলা ও মহানগরের সর্বস্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধি সম্মেলন-২০১২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

মাদরাসা শিক্ষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি সরকারের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এখন বাস্তবায়ন চাই। তিনি অনুষ্ঠানে গার্ডিয়ান পত্রিকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, পত্রিকাটি বাংলাদেশকে সম্ভাবনার দেশ বলেছে। কিন্তু এ জন্য কি করতে হবে সে পদক্ষেপ নিন। এছাড়া তিনি ইকোনমিস্টের উদাহরণ দিয়ে বলেন, জনস্থানের দিক থেকে সৌভাগ্যবান ৮০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৭৭তম অবস্থানে। এ তালিকায় প্রথমদিকে রয়েছে ইউরোপের দেশগুলো। আমেরিকা যা কিছু ভালো বলে, করে তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্টান ভ্যালুসের ওপর ইউরোপিয়ান সোসাইটি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এমনকি জার্মানির প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলা মার্কেল সে দেশের মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলেছেন, আগামী ২০ বছর পর মুসলমানরা জার্মানির ক্ষমতায় আসবে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক বলেন, সউদী সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য যা দরকার তা করবেন। আপনারা বাস্তবায়নের ব্যাপারে উদ্যোগ নিন। তিনি বলেন, সাড়ে ৩ লাখ ইমাম মাহফিল ও খুতবায় সন্ত্রাস উগ্রবাদ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে আছে। বাংলাদেশ দ্রুত একটি ইসলামী সোসাইটির দিকে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি তুরস্কের মতো ওয়েল অর্গানাইজড হবে, নাকি আফগানিস্তান-ইরাকের মতো ডিস অর্গানাইজড হবে সেটি সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, জামায়াতের প্ররোচণায় গত সরকারের সময় শিক্ষামন্ত্রী ও প্রশাসন থেকে অসহযোগিতা পেয়েছি। ওই সময় সকল বাধা উপেক্ষা করে সমাবেশ ও বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের তোয়াক্কা না করে সম্মেলন করেছি। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারকে দেশের স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে ও মাদরাসা শিক্ষার স্বার্থে সুনির্দিষ্ট দাবি দিয়ে সমর্থন দিয়েছি।

তিনি বলেন, সরকারের কঠিন সময়ে সমর্থন দিয়েছি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন না থাকলে বাস্তবায়ন হতো না।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মোমতাজীর পরিচালনায় এবং ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি আলহাজ অধ্যক্ষ মো. ইউনুসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাহউদ্দিন আকবর, অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা ও কারিগরি) মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ মো. আবদুন নূর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ কবি রুহুল আমিন খান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোস্তফা কামাল, ডিআইএ পরিচালক রাজ দুলাল রায়, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আফিল উদ্দিন সরকার, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা আব্দুল আলিম প্রমুখ।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, সউদী সরকারের সাথে আরবী ভাষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কথা হয়েছে। এ উদ্যোগে খুশি হয়েছে। একই সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কারিকুলাম তৈরি করে এর উন্নয়নে কাজ চলছে। একই সঙ্গে মাদরাসার জনবল সংকট সমাধানের কাজ চলছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এর সমাধান হবে। তিনি এ সময় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হবে বলে, ঘোষণা এসেছে। তিনি আরও বলেন, আমরা সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি জানিয়েছি। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন আগামী মাসে শিক্ষকদের চিকিৎসা ও বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, সউদী সরকারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। একই সঙ্গে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সকল ধরনের সহায়তা করবে। এছাড়াও দেশে আরবী ভাষা কোর্সের জন্য শিক্ষকদের যা দরকার তা প্রদান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। তিনি বলেন, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে আমরা বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছি। এ সময় তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে থেকে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনকে বুকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

আলহাজ কবি রুহুল আমিন খান ইসলামী শিক্ষার দীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ইসলাম শিক্ষা এ সকল কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের নির্মাতা। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষা সোনালি যুগ সৃষ্টি করেছিল। এখন তা হারিয়ে গেছে। তা ফিরিয়ে আনতে হবে। একই সঙ্গে ইসলাম দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব দিবে ইসলামী শিক্ষা বলে উল্লেখ করেন।

মাওলানা আব্দুল মতিন বলেন, ইবতেদায়ীতে প্রধান শিক্ষক ৫ হাজার ১০০ টাকা বেতন পান। ৮ বছর পর ১০০ টাকা বাড়ে আর বাড়ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে চিন্তা করে শিক্ষাদানের অনুরোধ জানান। তিনি শিক্ষকদের রাসূল (সা.)-এর আদর্শ নিয়ে পড়ানোর এবং সঠিক মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কাজী সালাহউদ্দিন বলেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কেবিনেটে উঠানো হবে। এ বছরের মধ্যে সবকিছু হয়ে যাবে। তিনি এ সময় মাদরাসা সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, এখন অনেক আধুনিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কম্পিউটার শিক্ষা, সিলেবাস ও কারিকুলাম অনেক ভালো। তাই ছাত্ররা অনেক ভালো করছে বলে উল্লেখ করেন।

উন্নয়নে এবং তথ্য প্রযুক্তি-এর জন্য সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

বাজেট স্বল্পতা ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক কিছু করতে পারিনি। ইবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা হয়ে যাবে ও নীতিমালা যাতে দ্রুত হয় সে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া নিয়ে কাজ করছি। ইউনিফর্ম কল্যাণ পাবে। তিনি ইবতেদায়ী শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেল ৮ বছর পর ১০০ টাকা বাড়ার বিষয়ে বলেন, এটা দেখা হবে।

তিনি বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষামন্ত্রী ও আমরা ওতপ্রোতভাবে কাজ করছি মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে। সবসময় সকল বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে কাজ করছি। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরকারের সাফল্যে শিক্ষার অবস্থান প্রথমে উল্লেখ করে বলেন, কোনো সরকারের সময়ে শিক্ষা প্রথম অবস্থানে ছিল না। সরকারের সাফল্যের সর্বোচ্চ ২৬ ভাগ শিক্ষায়। সম্প্রতি প্রকাশিত জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলও এর অংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ১ লাখ নারী শিক্ষার্থী পরীক্ষা বেশি দিয়েছে। তিনি মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে বলেন, ২০১০ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষায় অনার্স কোর্স, উপবৃত্তি ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ বছরে সরকার ২৭ কোটি বই বিতরণ করেছে। গত চার বছরে ৯২ কোটি বই বিতরণ করেছে। বিশ্বের কোনো দেশে এধরনের উদাহরণ নেই। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। ফলাফল, পরীক্ষা পদ্ধতি ও ভর্তি কার্যক্রমে সফলতা দেখিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার শিক্ষা খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে খুবই কঠোর। অনিয়মের যুগ শেষ। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সফলতা আমরা অর্জন করেছি।

শাব্বির আহমেদ মোমতাজী বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা এম এ মান্নান (রা.)-এর মৃত্যুর পর মাওলানা এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে সংগঠনটি সুন্দরভাবে চলছে। তিনি বলেন, জামায়াত মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, থাকব। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, মাদরাসা শিক্ষায় মহিলা শিক্ষক ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-